ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮৭৫

আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভার থাকায় শিল্প বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

শিল্পায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ, জল এবং জমির প্রয়োজন হয়। রাজ্যে বিদ্যুৎ, জল, জমি সহ অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভার থাকায় শিল্প বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য সরকারও রাজ্যে শিল্পের বিকাশ এবং প্রসারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করছে। আজ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিল্ডিং, অডিটরিয়ামে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের উপর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, এ সম্মেলন আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। সম্মেলনের থিম হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিল্পের বিকাশ : চ্যালেঞ্জেস এবং সুযোগ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যবসার জন্য উদ্যোগীদের কোন অঞ্চল উৎকৃষ্ট, সেই অঞ্চলে কোন সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব এবং কতটা উৎপাদন প্রয়োজন, পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই ব্যবসায় কতটা সাফল্য আসতে পারে সেই বিষয়গুলি সঠিক বিবেচনা করে বিনিয়োগ করলে ব্যবসায় সফলতা আসবে। পাশাপাশি কাঁচামাল উৎপাদন অঞ্চল থেকে ম্যানুফেকচারিং ইউনিট এবং সেখান থেকে বাজারের কতটা দুরত্ব রয়েছে সেই বিষয়ও বিবেচনায় রাখতে হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রীক অবস্থানের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা প্রবল। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চাইছেন। এজন্য লুক ইস্ট পলিসিকে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে রূপান্তরিত করেছেন। অষ্টলক্ষ্মী নামেও আখ্যায়িত করেছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইন্দ্রধনুষ গ্যাস গ্রীড প্রকল্পে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হওয়ায় এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে ত্রিপুরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে হীরা বানাতে চাইছেন। হীরা মানে হাইওয়েজ, আইওয়েজ, রেলওয়েজ এবং এয়ারওয়েজ। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়ে রাজস্ব সংগ্রহ বেড়ে ২৬ শতাংশ হয়েছে যা বিগত সরকারের সময় ৯.৮ শতাংশ ছিল। রাজ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সময় জি এস ডি পি ছিল ১০ থেকে ১১ শতাংশ যা বেড়ে এখন ১৩.০৯ শতাংশ হয়েছে। একই সঙ্গে মানুষের বার্ষিক গড় আয়ও (নেট) বেড়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এক বছরের জন্য জাতীয় সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং আগামী ৩ বছরের জন্য ৮০০০ কোটি টাকার অধিক মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে এখন আকাশপথ, সড়কপথ এবং রেলপথের প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। অনেকগুলি এক্সপ্রেস ট্রেন এখন বহির্রাজ্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

****২য় পাতায়

আকাশপথেও প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রাজ্যে বিমান উঠানামা করছে। আগামী এপ্রিল-মে মাসে রাজ্যের নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রবেশদ্বার হওয়ার পাশাপাশি ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া দেশগুলির জন্যও করিডোর হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ডিজিটালাইজেশনের উপরও গুরুত্ব দিয়ে ই পি ডি এস, ই-টেন্ডার, ই-ক্লাসরুম, ই-চালান, ই-স্ট্যাম্পিং, ই-ড্যাশবোর্ড, ই-ডিস্ট্রিক্ট ইত্যাদি চালু করেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে পর্যটন একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। খুব স্বল্প সময়ে মানুষকে রোজগার দিতে পারে। রাজ্য সরকার হেলথ ট্যুরিজম, ধর্মীয় পর্যটনের বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, নীরমহল, ছবিমুড়া, ঊনকোটি প্রভৃতি দর্শনীয় পর্যটনস্থল রয়েছে। আগের তুলনায় উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে দর্শণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ইকো ট্যুরিজমকে উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্যের ৫৪টি চা বাগানকে পর্যটনের ক্ষেত্র হিসাবে উন্নয়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওয়াইল্ডলাইফ ট্যুরিজমকে উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্যে বাইসন পয়েন্ট, ভালচার পয়েন্ট, হর্ণবিল পয়েন্ট, বাটারফ্লাই পয়েন্টগুলির পরিকাঠামো আরও উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কালচার‍্যাল ট্যুরিজমের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য রাজ্যে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করে কালচার‍্যাল হাব তৈরি করা হবে। কারণ সংস্কৃতিই যেকোন দেশের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে রাবার রপ্তানি থেকে বড় পরিমাণ অর্থ আসে। রাবার শীটের গুণমান বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকার স্মোক হাউস স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। এরফলে রাবারের ভ্যালু অ্যাডিশন হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে এতদিন ত্রিপুরায় উৎপাদিত চায়ের কোন লোগো ছিলনা। এই সরকার আসার পর ত্রিপুরা চায়ের ব্র্যান্ড নাম দেওয়া হয়েছে। এই ব্র্যান্ডটি মার্কেটিং করার পর কলকাতার বাজারে ত্রিপুরার যে চা প্রতি কিলোর দাম ১৩৫ টাকা ছিল তা বেড়ে হয়েছে ২২৫ টাকা। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম এখন লাভের মুখ দেখছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফুলের একটা বড় বাজার রয়েছে রাজ্যে। অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ফুলচাষ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত অশোক সজ্জনহার বলেন, ত্রিপুরায় শিল্পায়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন রেল, বিমান, সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটেছে যা শিল্প স্থাপনের জন্য সহায়ক। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মহেশ কুমার সিং বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার অনুপ কুমার মুদগল, বার্লিনের সয়েন্ট সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পূরণ চন্দ্র পান্ডে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস এন্ড কমার্সের ডিন অধ্যাপক চন্দ্রীকা বসু মজুমদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সুকান্ত বণিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. দেবশী মুখার্জী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডিজিটাল কনফারেন্স প্রসিডিংস এর একটি সি ডি-র উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং কুটির শিল্পের প্রদর্শনী স্টলগুলিও পরিদর্শন করেন।

****